কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায়
জলমহাল ও খাল উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে

এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

(নভেম্বর ২০১২ইং)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
সুনামগঞ্জ।

প্রথম সংশোধনী ঃ জানুয়ারী ২০০৮ ইং
দ্বিতীয় সংশোধনী ঃ নভেম্বর ২০১০ ইং

মুখবন্ধ

গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলজিইডি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ ও শ্রমিকদের সরাসরি অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলের (এলসিএস) ধারনা এলজিইডিতে প্রচলিত হয় । প্রাথমিক অবস্থায় শুধু মাটির রাস্তা নির্মানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহন করা হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মানের সাথে সিবিআরএমপি প্রকল্পের জন্য জলমহাল খনন কাজ এর প্রসার ঘটে। ফলশ্রুতিতে জলমহাল খনন এর জন্য সার্বজনীন ব্যবহারযোগ্য একটি এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা তৈরীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাটি এ লক্ষ্যেই তৈরী করা হয়। এলসিএস গঠন পদ্ধতি, চুক্তি, আর্থিক লেনদেন, পরিচালনা নির্মান, পুনঃনির্মান, রক্ষনাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিবিধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক স্বচ্ছধারনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ২০০৮ইং সনে এলজিইডি'র মূল নির্দেশিকা ও বিল খনন কাজের লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রথম সংস্করন ও পরবর্তীতে আরও সংশোধনীর প্রয়োজন দেখা দেয়ায় ২০১০ইং সনে দ্বিতীয় সংশোধনী প্রনয়ন করা হয়েছে। তদুপরি বিগত দুই বছরের চর্চার ফলে পুনরায় বর্তমান নির্দেশিকাটি প্রনয়ন করা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

বিল পুনঃখনন, বিল সংযোগ খাল পুনঃখনন, সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন বিবিধ কর্মকান্ডে এলসিএস নিয়োগের ক্ষেত্রে বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের দরিদ্র সদস্যগন বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহন তাদের আয়বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং কাজের মন্দা সময়ে আয়ের সংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়াও এ কাজে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে তাদের কাজের অংশগ্রহন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও এই নীতিমালা প্রনয়ন এবং মাঠপর্যায়ে এর বারংবার প্রয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান মতামত সংগৃহীত হয়েছে, যা এই নির্দেশনায় সংযোজন -বিয়োজন এর মাধ্যমে পরপর দুই বার সংশোধিত করা হয়েছে। সম্প্রতি আরও পরিবর্ধিত আকারে এর তৃতীয় সংস্করন প্রকাশ হলো।

এই নির্দেশিকা প্রনয়নে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন আমি তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

(সেখ মোহাম্মদ মহসিন) (মোঃ ওয়াহিদুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক, সিবিআরএমপি

প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

১। **ভূমিকা ঃ** ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রমে দরিদ্র লোকদের সরাসরি নিয়োজিতকরনের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরিকরনের ক্ষেত্রে এলসিএস (চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল) একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময় হতে এলজিইডি কর্তৃক এলসিএসের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ অবকাঠামোর কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসসিবিআরএমপি এর বিভিন্ন অঙ্গের ভৌত অবকাঠামোর কাজ ইতিমধ্যেই এলসিএসের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ পদ্ধতি একদিকে যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিকভাবে উপকৃত করছে, অন্যদিকে উন্নয়নমূলক কাজে গুনগত মান অর্জনে সহায়তা করছে। এসসিবিআরএমপি এর নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং এলজিইডি কর্তৃক প্রণিত এলসিএস ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ২০০৪ এর আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের আওতায় জলমহাল, খাল ও পুকুর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে মূলতঃ এ নির্দেশিকা প্রনয়ণ করা হলো। দারিদ্র দূরীকরণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে PPR-2003 (Regulation 18.4) এর Direct Procurement Method এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এলসিএস পদ্ধতি নির্ধারন করা হয়েছে।

২। **এলসিএসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ** এলসিএসের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা। প্রকল্পের বিভিন্ন ভৌত কার্যক্রমে এলসিএস পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

- দরিদ্র শ্রেনীর জন্য কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।
- উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহন এবং তাদের মধ্যে মালিকানাবোধ উন্নয়নের বিষয় নিশ্চিতকরণ।
- ক্ষুদ্র পরিসরে ভৌত কার্যক্রমে প্রকৃত অংশগ্রহনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র শ্রেনীর দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের পরিহার করে গরীব শ্রমিকের আয় বৃদ্ধিকরন ও সঠিক মজুরী নিশ্চিতকরন।
- অন্ন বস্ত্রহীণ দরিদ্র মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরন।
- ন্যায় ভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারী-পুরুষের কাজ করার ব্যাপারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণীতকরন।
- কাজের মন্দা সময়ে দরিদ্র শ্রেনীর জন্য আয়ের সংস্থান নিশ্চিতকরন।
- বৃহৎ পরিসরে কাজে নিয়োজিত হবার লক্ষ্যে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন করা।

৩। **এলসিএসের ক্ষেত্রসমূহঃ** প্রকল্পের নিম্ন বর্ণিত কাজে এলসিএস নিয়োজিত হতে পারবে ঃ

- বিল পুনঃখনন।
- বিল সংযোগ খাল পুনঃখনন।
- সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন।

উপরোক্ত কাজসমূহ স্কীমের মাধ্যমে এলসিএস দ্বারা বাস্তাবায়িত হবে এবং প্রতিটি স্কীমের প্রাক্কলিত মূল্য পুরাতন এলসিএসের ক্ষেত্রে ৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং নতুন এলসিএসের ক্ষেত্রে ৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪। যারা এলসিএস সদস্য হতে পারবেন ঃ

৪.১ ঃ স্থানীয় দরিদ্র বেকার জনগন যারা মূলতঃ কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল এবং যাদের আবাদী জমির পরিমান ২.৫০ একরের নিম্নে।

৪.২ ঃ শারীরিকভাবে উপযুক্ত পূর্ণ বয়স্ক এবং কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী।

৫। এলসিএস সদস্য হবার ক্ষেত্রে যারা অগ্রাধিকার পাবেন।

৫.১ ঃ সিও/গ্রাজুয়েটেড সিও/বিইউজি সদস্য যারা অনুচ্ছেদ ৪.১ ও ৪.২ এ প্রদত্ত শর্তাবলী পূরন করবেন।

৫.২ ঃ বাস্তবায়িতব্য স্কীম এলাকার দরিদ্র মহিলা যারা অনুচ্ছেদ ৪.১ ও ৪.২ এ প্রদত্ত শর্তাবলী পূরন করবে।

৫.৩ ঃ স্থানীয় দক্ষ শ্রমিক (রাজমিস্ত্রী,সর্দার)।

৬। এলসিএস গঠনের পদক্ষেপসমূহ ঃ

৬.১ঃ **এলসিএস গঠন ঃ** সিও/গ্রাজুয়েটেড সিও/বিইউজি হতে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে এলসিএস গঠিত হবে। যদি কোন কারনে তালিকাভূক্ত সিও/বিইউজি হতে আগ্রহী সদস্য না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে সিও/গ্রাজুয়েটেড সিও/বিইউজি এর বাহির হতে শ্রমিক নেয়া যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই স্কীমের সংশ্লিষ্ট গ্রামের জনগন হবে। এলসিএস সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে স্কীম এলাকার একাধিক সিও/গ্রাজুয়েটেড সিও/বিইউজি বিবেচনা করা যাবে। কোন কারনে সংশ্লিষ্ট গ্রামে উপযুক্ত এলসিএস সদস্য না পাওয়া গেলে অনুচ্ছেদ ৪.১ ও ৪.২ শর্তাবলীর আলোকে অন্য যে কোন এলাকা থেকে শ্রমিক অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। এলসিএসের আকার কাজের প্রকৃতি, দৈর্ঘ্য এবং প্রাক্কলিত মূল্যের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারনভাবে এলসিএসের সদস্য সংখ্যা হবে ৭ হতে ৩০ জন। যদি কোন কারনে নির্ধারিত চুক্তি সময়ের মধ্যে কাজ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা বর্ধিত করা যেতে পারে। নতুন এলসিএস গঠনের ক্ষেত্রে স্কীমের প্রাক্কলিত মূল্য ৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে একটি এলসিএস এবং অধিক হলে প্রতি ২.০০ লক্ষ টাকার জন্য একটি হিসাবে একাধিক এলসিএস গঠন করতে হবে। তবে পুরাতন এলসিএসের ক্ষেত্রে এ সীমা ৩.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিবেচনা করা যাবে। দ্রুত সময়ে কাজ সম্পাদনের জন্য এলসিএস সদস্য সংখ্যার বাহিরেও উক্ত এলসিএস অন্য শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে।

৬.২ঃ স্কীমের বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন ঃ স্কীমের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এসও/এসএমএস/এসএই সংশ্লিষ্ট সিও/গ্রাজুয়েটেড সিও/বিইউজিতে বিস্তারিত আলোচনা করবেন যেখানে থাকবে - কাজের পরিকল্পনা, সময়-সীমা, বাজেট, শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি এবং সিও, বিইউজি ও এলসিএসের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বাবলী ইত্যাদি ।

৬.৩ ঃ এলসিএস সদস্য নির্বাচন ঃ এসও(ফিস) এর সহায়তায় সংশ্লিষ্ট সিও/বিইউজিতে আলোচনা পূর্বক অধিকতরঃ দরিদ্র লোকদের সমন্বয়ে র্নিধারিত ছকে **(সংযুক্তি-১)** একটি তালিকা তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে এলসিএস সদস্যের বাহিরে অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত শ্রমিকের জন্য আলাদা তালিকা প্রনয়ন করা যাবে। উক্ত তালিকা হতে পরবর্তীতে দরিদ্র লোকদের একটি চুড়ান্ত তালিকা **(সংযুক্তি-২)** তৈরী করবেন। অনুচ্ছেদ ৪.১ ও ৪.২ শর্ত পূরন সাপেক্ষে কম পক্ষে ৫০% সদস্য মহিলা হতে হবে।

৬.৪ ঃ প্রকল্প পরিচালকের নিকট থেকে স্কীমের অনুমোদন ও বরাদ্দপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট SUPM বিলের সংশ্লিষ্ট BUG এর সহায়তায় চুড়ান্ত তালিকা মোতাবেক সদস্যদের সমন্বয়ে এলসিএস গঠন করবেন। এসইউপিএম এর সুপারিশের ভিত্তিতে উপজেলা প্রকৌশলী এলসিএস চুড়ান্ত করবেন।

৬.৫ ঃ সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন ঃ প্রতিটি এলসিএস এ একজন করে সভাপতি ও সম্পাদক থাকবে যারা এলসিএস সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সভাপতি ও সম্পাদককে লেখাপড়া সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকতে হবে এবং এলসিএস এর খাতাপত্রসমূহ সংরক্ষনের সামর্থ থাকতে হবে।

৭। এলসিএস এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

৭.১ ঃ এলসিএস সদস্যদের দায়িত্ব ঃ

- এলসিএস দলের নিয়মনীতিসমূহ মেনে চলতে হবে।
- কাজসমূহের গুনগতমান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা।
- প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করা।

৭.২ ঃ সভাপতির দায়িত্ব ঃ

- প্রকল্পের সাথে কাজের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা।
- অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে একই মজুরীতে কাজ করা।
- এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করা এবং কাজ পর্যবেক্ষন করা।
- স্কীম সুপারভাইজারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন করা।

৭.৩ : সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

- প্রকল্পের সাথে কাজের চুক্তিনামায় যৌথস্বাক্ষর (সভাপতিসহ) করা।
- চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা।
- অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় একই মজুরীতে কাজ করা ।
- এলসিএস দলকে নেতৃত্ব প্রদান।
- এলসিএস সদস্যদের মাঝে কাজের সমন্বয় সাধন।
- প্রকল্পের SAE এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাকে সকল সমস্যা সম্পর্ক অবহিত করা।
- বিল এবং কাগজপত্র তৈরী করা, এলসিএস সদস্যদের মজুরী পরিশোধ এবং এলসিএস এর একাউন্ট সংরক্ষন করা।

৮। **কিভাবে স্কীমের প্রাক্কলন তৈরী করা হবে ঃ** স্কীম চিহ্নিতকরনের পর এলজিইডির উপ:সহকারী প্রকৌশলী/ সার্ভেয়ার এবং প্রকল্পের উপ:সহকারী প্রকৌশলীর মাধ্যমে যৌথভাবে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে কাজের পরিমাপ নির্ণয় এবং বর্তমানে প্রচলিত এলজিইডি'র রেট সিডিউল অনুসারে এবং প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক কাজটির প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, এলজিইডি'র রেট সিডিউল অনুসারে যে বিল/খালের জন্য Lead, Lift প্রযোজ্য সেই হিসাবে প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে। এলসিএসের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রতিটি স্কীম তৈরী করতে হবে। প্রকল্পের বিনিয়োগের বাহিরে বিইউজি সদস্যগন বেনিফিশিয়ারি কন্ট্রিবিউশন হিসাবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্যোগে (অর্থ/শ্রম) যে সমস্ত কাজ করবেন তার জন্য আলাদাভাবে হিসাব সংরক্ষন করতে হবে।

৯। **এলসিএসের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন ঃ** উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক এলসিএস অনুমোদনের ভিত্তিতে এসইউপিএম এবং উপজেলা প্রকৌশলী যৌথভাবে এলসি্এস'র সঙ্গে ১৫০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্টাম্পে একটি চুক্তিপত্র **(সংযুক্তি-৩)** সম্পাদন করবেন। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে স্থানীয় দর যাচাই করে যুক্তি সংগত দর স্থিরকরনপূর্বক (যা কোন অবস্থায়ই প্রক্কলিত ব্যয়ের অধিক হবে না) চুক্তিমূল্য নির্ধারনপূর্বক উক্ত মূল্যে এলসিএস এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং স্থিরকৃত দরের আলোকে Bill of Quantity তৈরীপূর্বক চুক্তিপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১০। কি ভাবে এবং কি বিষয়ে এলসিএস সদস্যগন প্রশিক্ষিত হবে।

- এলসিএস সদস্যগনকে সুনির্দিষ্ট কাজের উপর নির্ধারিত প্রশিক্ষন মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষন দেয়া হবে। প্রতিটি এলসিএস এর জন্য ১ দিনের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- প্রশিক্ষনের আয়োজন, পরিচালনা, এবং সুযোগসুবিধা সার্বিকভাবে প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী অনুসরন করতে হবে। প্রশিক্ষন সমন্বয়কারী, আইএমএস এর সমন্বয়ে এবং এসএই এবং সংশ্লিষ্ট এসও(ফিস) ও এসএই গনের সহযোগিতায় প্রশিক্ষন কোর্সের আয়োজন করবেন। প্রশিক্ষনের বিষয় সুচীতে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়, সামাজিক সচেতনতা নেতৃত্ব উন্নয়ন, সংগঠনের গতিশক্তি/গতিশীলতা, পরিবীক্ষন এবং জেন্ডার ইস্যু অর্ন্তভূক্ত হবে।

১১। **সাইনবোর্ডে যা উপস্থাপিত হবে ঃ** কাজের শুরুতেই কার্য এলাকায় 1100 mmX 700 mm পরিমাপের একটি সাইন বোর্ড নির্দিষ্ট তথ্যসহ স্থাপন করতে হবে। যার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ।

<table>
<tr><td colspan="5">উপ-প্রকল্পের নাম :
কাজের নাম :
কাজের অবস্থান</td></tr>
<tr><td colspan="2">এলসিএস চুক্তি নং-
চেয়ারম্যানের নাম :
কাজ আরম্ভ করার তারিখ</td><td colspan="3">চুক্তিমূল্য (ভ্যাট ও আইটি সহ) :
সেক্রেটারীর নাম :
কাজ সমাপ্ত করার তারিখ :</td></tr>
<tr><td>কাজের বর্ণনা</td><td>একক</td><td>পরিমান</td><td>দর(টাকা)</td><td>মোট টাকা</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

১২। **কিভাবে কার্য সম্পাদিত হবেঃ**

- মাটি খননের কাজের চুক্তি অবশ্যই যত্ন সহকারে করা উচিত। বিশেষভাবে এরূপ কর্মকান্ডের পরিকল্পনা আগাম বৃষ্টিজনিত কারন কিংবা প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অন্য কোন বাহ্যিক প্রতিকুলতার সময়কালকে বিবেচনায় রেখে করতে হবে।

- যে কোন এলসিএস বাতিলের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলী, এসইউপিএম, এফএসসি ও আইএমএস সহযোগে সিদ্ধান্তক্রমে নতুন এলসিএস যথাসম্ভব দ্রুত নির্বাচন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমন্বয় করতে হবে।

- যদি কোন এলসিএস সদস্য অসুস্থ হয় তবে প্রদত্ত তালিকা থেকে এলসিএস নতুন সদস্য নির্বাচন করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট SAE এবং সাথে পরামর্শ করতে হবে। তবে আশা করা যায় যে, যদি কোন অসুস্থ পরিবারের অন্য সদস্য এলসিএস এ অন্তভূক্তির জন্য সক্ষম ও আগ্রহী হন। তাহলে তাকে এলসিএস এ অর্ন্তভূক্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে তার নাম তালিকায় না থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার নাম তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে নিতে হবে।

১৩। **কাজটি কিভাবে পরিদর্শন করা হবে ঃ** প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট এসও/সিডিএফ সার্বক্ষনিক উক্ত কাজ পরিদর্শন করবেন। প্রকল্প ও এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত SAE নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গুনগতমান যাচাই করবেন এবং যদি পরিকল্পনার সাথে কাজের কোন ব্যবধান পাওয়া যায় তাহলে তা সমাধানের জন্য এলসিএসকে পরামর্শ দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট এসও/সিডিএফকে এ ব্যাপারে সতর্ক করবেন। এসও/সিডিএফ নিয়মিত এলসিএস এর হাজিরা বই যাচাই করবেন এবং কাজের অগ্রগতি পরিমাপ করবেন (মনিটরিং সীট সংযুক্ত)। একটি সার্বিক সহযোগিতা মূলক মনোভাব নিয়ে পর্যাবেক্ষনকারী টিমকে ভূমিকা রাখতে হবে যাতে এলসিএস কর্তৃক নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পাদন করা যায়।

১৪। **সাইট অর্ডার বুক কিভাবে রাখা হবে ঃ** স্কীমের কাজ শুরুর পূর্বে অবশ্যই প্রতিটি এলসিএসকে সাইট অর্ডার বুক দিতে হবে। উক্ত বুকে প্রকল্প/এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মতামত নিতে হবে এবং প্রদত্ত মতামত অনুসারে গুনগত মান বজায় রেখে উক্ত কাজ সম্পাদন করতে হবে।

১৫। **কাজটি কিভাবে পরিমাপ করা হবে ঃ** প্রকল্পের এসএই এবং এলজিইডির সার্ভেয়ার/SAE কর্তৃক উপজেলা প্রকৌশলী, এসইউপিএম/এসএমএস (মৎস্য), এলসিএস এর চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী এবং সংশ্লিষ্ট সিও ও বিইউজি প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে। উভয় পরিমাপ বহিতে এলসিএস এর সভাপতি ও সেক্রেটারী যথাযথভাবে স্বাক্ষর করবেন। স্কীম সম্পন্ন হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পোষ্ট-ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে এবং পোস্ট-ওয়ার্ক সম্পন্নের ১৫ দিনের মধ্যে চুড়ান্ত বিল প্রদানের পদক্ষেপ নিতে হবে। এলসিএস এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কাজের চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হবে। চুড়ান্ত বিল অবশ্যই চুক্তি মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে হবে।

১৬। **কি ভাবে অর্থ পরিশোধ করা হবে ঃ** প্রকল্প কর্তৃক অনুমোদিত স্কীমের বিপরীতে বরাদ্দ একটি প্রতিনিধিত্বশীল বিইউজি/সিও এর একাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হবে। কোন কাজের জন্য একটি এলসিএস গঠিত হলে উক্ত এলসিএসের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিইউজি-এর ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করতে হবে এবং একাধিক এলসিএস গঠিত হলে একটি এলসিএসের আর্থিক লেনদেন বিইউজি এর হিসাব এবং অন্যান্য এলসিএসের আর্থিক লেনদেন পার্শ্ববর্তী সিও একাউন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হবে (অবশ্যই একটি সিও একাউন্টের মাধ্যমে একটি এলসিএসের আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হতে হবে)। বিইউজি/সিও এর সভাপতি বা ম্যানেজার ব্যতীত অন্য কেউ এলসিএস এর সভাপতি/সম্পাদক হলে সংশ্লিষ্ট তহবিল পরিচালনাকারী সিও/বিইউজি এর সাথে এলসিএস এর আলাদা চুক্তিনামা করতে হবে (সংযুক্তি)।

- প্রকল্প পরিচালক এলসিএস অনুমোদন করবেন এবং এলসিএস এর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করবেন।

- এলসিএস যথারীতি রেজুলেশন ও অর্থ চাহিদা ফরম **(সংযুক্তি-৪) এসইউপিএম এর নিকট** দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও এসইউপিএম এর যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এলসিএস এর অনুকূলে অর্থ ছাড় করবেন। যথারীতী সম্পন্ন কাজের পরিমাপ গ্রহনের পর চুড়ান্ত কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে।

- এলসিএস উপজেলা প্রকৌশলী ও এসইউপিএম এর সুপারিশ ব্যতীত ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করতে পারবে না। বিষয়টি চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে। উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপক/উপজেলা প্রকৌশলী উভয়ের অথবা একজনের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বোচ ১দিনের অধিক বিলম্ব কিংবা প্রকল্প পরিচালকের অনুমতি ছাড়া একক স্বাক্ষরে অগ্রিম/চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করা যাবে না।
- প্রতি এলসিএস'র পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ ৩(তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। সমুদয় অর্থের কিস্তি নিম্নলিখিত বিভাজন মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে। তবে, প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ কিস্তির বিভাজনটা পরিবর্তন করতে পারে।

কিস্তি	অর্থ পরিশোধের পরিমাণ	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
প্রথম (অগ্রীম)	চুক্তিমূল্যের ৫০%	৫০%	-
দ্বিতীয়	চুক্তিমূল্যের ৩৫%	৮৫%	৭৫%
তৃতীয় চূড়ান্ত	চুক্তিমূল্যের ১৫%	১০০%	১০০%

- চুক্তি মোতাবেক সম্পাদিত কাজের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে বিল প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম কিস্তির টাকার জন্য "অগ্রীম অর্থ চাহিদা ফরম"পূরণ করতে হবে। অগ্রীম অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন: কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি ক্রয় করতে হবে। কাজের বিল হতে ভ্যাট ও আইটি কর্তন করার পর অবশিষ্ট অর্থ এলসিএসকে প্রদান করতে হবে এবং কর্তনকৃত অর্থ ভ্যাট ও আইটি খাতে ট্রেজারীতে জমা দিতে হবে। এ ছাড়া এলজিইডি'র পরীক্ষাগারে ও মাঠ পর্যায়ে যে সকল মান নিয়ন্ত্রন পরীক্ষা এলজিইডি'র কর্তৃক সম্পাদিত হবে সে বাবদ নির্ধারিত হারে বিল হতে কর্তন করতে হবে এবং কর্তনকৃত অর্থ এলজিইডি'র নির্ধারিত খাতে জমা দিতে হবে। এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারী'র স্বাক্ষরে প্রস্তুতকৃত বিল জমা দিতে হবে। একই প্রক্রিয়ায় চুড়ান্ত বিল **(সংযুক্তি-৫)** সম্পাদন করতে হবে।

১৭। **পারিশ্রমিক বন্টন ঃ** এ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারী নির্ধারিত ফরম মোতাবেক একটি দৈনিক হাজিরা রেজিষ্টার পূরন করবে এবং রেজিষ্টার অনুসারে পারিশ্রমিক বন্টন করা হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সোস্যাল অর্গানাইজার/সিডিএফ এলসিএস সদস্যদের মধ্যে অর্থ পরিশোধ সশরীরে উপস্থিত থেকে নিশ্চিত করবেন এবং সদস্যদের পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরমে **(সংযুক্তি-৬)** পরিশোধ প্রত্যয়নমূলক স্বাক্ষর করবেন। এই পারিশ্রমিক বন্টনের কাজটি উপ-সহকারী প্রকৌশলী/এসও/সিডিএফ-এর উপস্থিতিতে নির্ধারিত এমভিসি সেন্টারে করতে হবে। তবে যদি এমভিসি সেন্টারে সম্ভব না হয়, তাহলে উপজেলা প্রকল্প অফিসে করতে হবে।

১৮। **পরিমাপঃ** এলসিএস কাজের গুনগত মান নিয়ন্ত্রনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্পের ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচার মেনেজমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট, এসইউপিএম এবং উপসহকারী প্রকৌশলী দের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষন কমিটি গঠিত হবে এবং তাদের পর্যবেক্ষনের জন্য নির্ধারিত ছক পূরন করে পর্যবেক্ষন করবেন।

১৯ । কার্যসম্পাদনের কর্মপরিকল্পনা তৈরী ঃ এলসিএস এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সারাবছর ব্যাপী কার্যক্রম চালু রাখতে হয়। প্রথমেই সংযুক্তি -৮ মোতাবেক শ্রমিক বাছাই করতে হবে। পরবর্তীতে স্কীম অনুমোদিত হলে (সংযুক্তি-৭) মোতাবেক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

২০। **প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরন ঃ** প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী সমস্ত তথ্য সংরক্ষন করবে এবং ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচার মেনেজমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট/ফিসারীজ সাপোর্ট কো-অর্ডিনেটরকে অবহিত করতে হবে। এ ছাড়াও **সংযুক্তি-৮ মোতাবেক** প্রতিবেদন সাপ্তাহিক ভিত্তিকে নিয়মিত ই- মেইলের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করেত হবে এবং সংশিৱষ্ট সকলকে কপি দিতে হবে এবং **সংযুক্তি-৯ মোতাবেক** স্কীম সমাপ্তির পর স্কীম অনুযায়ী সমাপনী/চুড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী করে উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। এ ছাড়াও উক্ত প্রতিবেদনগুলি সংশিৱষ্ট স্কীম ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

(সংযুক্তি-১)

শ্রমিক বাছাই ফরম

স্কীমের নাম ঃ ------------------------- অবস্থান ঃ ------------------------------- ছক পূরনকারীর নাম ঃ ---------------------------

ইউনিয়ন ঃ ---------------------------- উপজেলা ঃ ------------------------------ জেলা ঃ --

ক্র. নং	শ্রমিকের নাম	পুরুষ	মহিলা	পিতা/স্বামীর নাম	মাতার নাম	বয়স	গ্রাম	পেশা			নিজস্ব ভূমির পরিমান(একর)			শারীরিক যোগ্যতা		বিবাহ সম্বন্ধীয়	গৃহ প্রধান		পরিবারের সদস্য সংখ্যা	উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা	মন্তব্য
								গ্রহস্থালী	শ্রমিক	দক্ষ শ্রমিক	চাষাবাদ যোগ্য	অন্যান্য	মোট	দুর্বল	বলিষ্ঠ		হ্যাঁ	না			

(সংযুক্তি-২)

কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

-----------------------, সুনামগঞ্জ।

এলসিএস গঠন

স্কীম কোড নং ঃ ....

স্কীমের নাম ঃ ....

ইউনিয়ন ঃ ....

উপজেলা ঃ ....

জেলা ঃ ....

এলসিএস সভাপতির নাম ঃ ....

সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নাম ঃ ....

ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক) হিসাবের নাম ঃ ....

খ) একাউন্ট নম্বর ঃ ....

গ) শাখা ঃ ....

ঘ) ব্যাংকের নাম ঃ ....

ঙ) একাউন্ট পরিচালনাকারী ঃ ....

ক্র. নং	এলসিএস সদস্যের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রামের নাম	পেশা	পদবী	স্বাক্ষর	সিও/বিইউজি সদস্য (হ্যা/না)
০১							
০২							
০৩							
০৪							
০৫							
০৬							
০৭							
০৮							
০৯							
১০							

স্বাক্ষর ঃ

সিনিয়র উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপক
সিবিআরএমপি, এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

স্বাক্ষর ঃ

উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

(সংযুক্তি-৩)

প্রকল্প ও এলসিএস'র মধ্যে চুক্তিপত্র

এ চুক্তিপত্র কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় গৃহীত খাল/বিল পুনঃখনন কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য --------------- ইং তারিখে সম্পাদিত হল।

কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পক্ষে জনাব---------------------------------, উপজেলা প্রকৌশলী, -------------------------উপজেলা ও জনাব -----------------------------, সিনিয়র উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপক , উপজেলাঃ------------------, জেলা ঃ সুনামগঞ্জ। **[প্রথম পক্ষ]**।

এবং

সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত --------------------- উপজেলার --------------------- ইউনিয়নের ও-------------- গ্রামের অধীনে সিবিআরএমপি কর্তৃক গৃহীত বিল/খাল পুনঃখনন স্কীমের আওতায় ------------------------------ এলসিএস'র পক্ষে সভাপতি জনাব -----------------------------------, পিতা/স্বামী------------------------, মাতা ------------------------ , গ্রাম ---- ----------------, ইউনিয়ন --------------------------, এবং এলসিএস'র সেক্রেটারী জনাব ----------------------, পিতা/স্বামী---------------------------, মাতা ----- --------------------------, গ্রাম ----------------------------, ইউনিয়ন--------------------------------, অতঃপর এলসিএস হিসাবে বিবেচিত **[দ্বিতীয় পক্ষ]**

যেহেতু, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/নিয়োগকারী (----------------------------------) কাজটি এলসিএস'র মাধ্যমে সম্পাদন করতে আগ্রহী এবং এলসিএস প্রতি ঘনফুট মাটির লীড লিফটসহ একক দর----------------টাকা মোতাবেক মোট (--------------------------) টাকা চুক্তিতে ---- দিনের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, পক্ষদ্বয় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত শর্ত সম্বলিত এ চুক্তিনামা----------------ইং তারিখে স্বাক্ষরে সম্মত হল।

দফা-১ ঃ এ চুক্তিপত্রে ব্যবহৃত শব্দ এবং অভিব্যক্তিসমূহ যাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের জন্যই প্রযোজ্য

দফা-২ ঃ এ চুক্তিপত্রের অংশ হিসাবে নিম্নলিখিত দলিলসমূহ গঠিত ও পঠিত হবে ঃ

ক. কাজের দফা, পরিমাণ ও দর সম্পর্কিত দলিলাদি (Bill of Quantities)

খ. টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং নির্মান পদ্ধতি

গ. নকশা

ঘ. এলসিএস সদস্যদের অনুমোদিত তালিকা

দফা-৩ ঃ পূর্বোল্লেখিত দলিলসমূহ প্রত্যেকটি একে অপরের পরিপূরক এবং পারস্পরিক ব্যাখ্যায়িত। তবে কোন সন্দেহ অথবা অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে উপরোল্লেখিত ক্রম অনুযায়ী বিবেচিত হবে।

দফা-৪ ঃ নিয়োগকারীর লিখিত আদেশের ভিত্তিতে উল্লেখিত কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং কাজ শুরুর আদেশ প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এলসিএসকে কাজ শুরু করতে হবে।

দফা-৫ ঃ চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকগণ প্রকল্পের কাজ করবে। তবে অসুস্থতা, পারিবারিক সমস্যা, অথবা সামাজিক/ধর্মীয়/মানবিক প্রেক্ষাপটে কোন এলসিএস সদস্যকে একই জেন্ডারের (পুরুষের স্থলে পুরুষ এবং মহিলার স্থলে মহিলা) নিকট-আত্মীয় দ্বারা বদলী করা যাবে, তবে কোন অবস্থাতেই তা ৭ দিনের বেশী হবে না। এক্ষেত্রে এলসিএস সদস্যের বাহিরে অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত শ্রমিকের জন্য আলাদা তালিকা প্রনয়ন করা যাবে।

দফা-৬ ঃ এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কোন সামাজিক দ্বন্ধ বা সমস্যা দেখা দিলে এলজিইডি/প্রকল্পের কর্মকর্তা তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

দফা-৭ ঃ ১. প্রকল্প পরিচালক এলসিএস অনুমোদন করবেন এবং এলসিএস এর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করবেন।

২. সংশ্লিষ্ট এলসিএস/সিও/বিইউজি ব্যাংক হিসেবে স্কীমের টাকা ছাড় করা হবে। যাবতীয় পাওনা অর্থ পরিশোধের জন্য টাকা এলসিএস প্রচলিত নিয়মে ব্যাংক হিসাব হতে উত্তোলন করতে হবে।

৩. এলসিএস যথারীতি রেজুলেশন ও অর্থ চাহিদা ফরম (অনুলিপি সংযুক্ত) উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপকের যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এলসিএস এর অনুকূলে অর্থ ছাড় করবেন। যথারীতি সম্পন্ন কাজের পরিমাপ গ্রহনের পর চুড়ান্ত কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে।

৪. প্রতি এলসিএস'র পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ (৩ তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। তবে পরিস্থিতি,পরিবেশ এবং দ্রুত কাজ করার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ কিস্তির টাকা দুই কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন । সমুদয় অর্থের কিস্তি নিম্নলিখিত বিভাজন মোতাবেক পরিশোধ করতে হবেঃ

৫. ব্যাংক থেকে এলসিএস কর্তৃক টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংগঠনের রেজুলেশন ও উপজেলা প্রকৌশলী ও এসইউপিএম এর সুপারিশ থাকতে হবে।

৬. সমুদয় অর্থের কিস্তি নিম্ন লিখিত বিভাজন মোতাবেক পরিশোধ করতে হবেঃ

কিস্তি	অর্থ পরিশোধের পরিমাণ	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
প্রথম (অগ্রিম)	চুক্তিমূল্যের ৫০%	৫০%	-
দ্বিতীয়	চুক্তিমূল্যের ৩৫%	৮৫%	৭৫%
তৃতীয় ও চুড়ান্ত	চুক্তিমূল্যের ১৫%	১০০%	১০০%

৭. চুড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপক এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারী সমন্বয়ে যৌথভাবে পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করে সম্পাদিত কাজের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে চুড়ান্ত বিল প্রস্তুত করতে হবে। এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারী'র স্বাক্ষরে প্রস্তুতকৃত বিল জমা দিতে হবে। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক যৌথভাবে চুড়ান্ত বিল প্রত্যয়ন করবেন ও পরিশোধের জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন। যৌথ পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সমাপ্তির **১৫** দিনের মধ্যে চুড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

দফা-৮ ঃ প্রথম কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য ''অগ্রিম অর্থ চাহিদা ফরম''পূরণ করতে হবে। অন্যান্য এবং চূড়ান্ত কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য '' বিল চাহিদা ফরম'' পূরণ করতে হবে। বিল চাহিদা ফরম প্রাপ্তির ৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে **১ম** পক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

দফা-৯ ঃ চুড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারীর সমন্বয়ে যৌথভাবে পোষ্টওয়ার্ক জরিপ সম্পন্ন করতে হবে। কাজ সমাপ্তির নোটিশ উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট পেশ করার **৭** দিনের মধ্যে যৌথ পোষ্টওয়ার্ক জরিপ সম্পন্ন করতে হবে। যৌথ পোষ্টওয়ার্ক জরিপ সমাপ্তির **১৫** দিনের মধ্যে চুড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

দফা-১০ ঃ মাটির কাজের প্রি-ওয়ার্ক এবং পোষ্ট ওয়ার্ক জরিপের ভিত্তিতে প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজের পরিমান হিসাব করে 'পরিমাপ বই' এ নথিভূক্ত করবেন।

দফা-১১ ঃ সভাপতি ও সেক্রেটারীসহ প্রতিটি এলসিএস সদস্য মাটির কাজে অংশগ্রহন করবে এবং মহিলা ও পুরুষ সমানভাবে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ পাবে। কোন অবস্থায় কাজ করা ব্যতিরেকে এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারী বা অন্য কোন সদস্য পারিশ্রমিক গ্রহন করতে পারবে না। এ নীতির বাস্তবায়ন ' নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারী নির্ধারিত ফরমে একটি দৈনিক হাজিরা রেজিষ্টার পূরণ করবে এবং এ

রেজিষ্টার অনুসারে পারিশ্রমিক বন্টন করা হবে। এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারী সকল কিস্তির অর্থ বন্টনকালে সদস্যদের অর্থ পরিশোধ ফরম পূরণ করবেন। এলসিএস সদস্যদের চুড়ান্ত কিস্তি পরিশোধের সময় হাল নাগাদ হাজিরা ও গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। অর্থ পরিশোধ সপ্তাহ ভিত্তিক হবে।

দফা-১২ ঃ এলসিএস'র সভাপতি/সেক্রেটারী মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত সদস্যদের মাঝে বিতরনকৃত সকল অর্থের হিসাবাদি নথিভূক্ত করে রাখবে, যা পরবর্তীতে অডিট করার সময় প্রয়োজনে পেশ করতে হবে।

দফা-১৩ ঃ এলসিএস'র সভাপতি কর্তৃক কাজের লেনদেনকৃত সকল অর্থের হিসাব উপজেলা প্রকৌশলী এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা নিরীক্ষা করবেন।

দফা-১৪ ঃ যদি কোন কাজ একেবারেই করা না হয় বা আংশিক করা হয় অথবা স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী না হয় তবে ১ম কিস্তির অগ্রিমসহ অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণ টাকা এলসিএস চেকের মাধ্যমে প্রকল্প তহবিলে ফেরৎ প্রদান করবে।

দফা-১৫ ঃ এলসিএস নিজ দায়িত্বে স্কীমের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, কাজের পরিমাণ এবং এলসিএস'র সভাপতি এবং সেক্রেটারী নাম সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড কাজের স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবে।

দফা-১৬ ঃ কোন পক্ষ উপরোল্লেখিত শর্তসমূহ ছাড়াও নিবে বর্ণিত যে কোন শর্তের বরখেলাপ করলে নিয়োগকারী অথবা এলসিএস উভয়ই অত্র দলিলে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে পারবেঃ

ক. কর্মসূচীতে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও এবং/অথবা নিয়োগকারী দ্বারা অনুমোদিত না হয়ে এলসিএস কর্তৃক কাজ বন্ধ করা

খ. চুক্তি মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন না হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএস'কে কাজ বন্ধের জন্য সাময়িকভাবে নির্দেশ প্রদান করা এবং ঐ নির্দেশ ১৪ দিনের মধ্যে অনুসরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে;

গ. নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএস'র কাজের কোন নির্দিষ্ট সমাধানে অপরাগতার কারনে চুক্তি ভংগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং নিয়োগকারীর বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এলসিএস কর্তৃক নির্দিষ্ট ত্রুটি সমাধানে অকৃতকার্য হওয়া;

ঘ. যুক্তিসংগত কারন ছাড়া এলসিএস কর্তৃক কাজ সম্পন্ন করতে দেরী হওয়া ;

ঙ. সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক সুপারিশকৃত বিল সুপারিশ প্রদানের তারিখ হতে ১ মাস এলসিএস'কে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই বিল প্রদান না করা;

চ. এলসিএস'র সভাপতি/সেক্রেটারী কর্তৃক একই কাজের বিনিময়ে মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পারিশ্রমিক প্রদান করা;

ছ. এলসিএস গঠন সংক্রান্ত নির্দেশিকা লংঘন করে এলসিএস দল গঠন;

স্বজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিস্কে উপরোক্ত শর্তসমূহ পড়ে ও বুঝে বা অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে ও বুঝে নিম্নে উল্লেখিত স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অত্র চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করলাম:

এলসিএস'র পক্ষে

১। স্বাক্ষর ঃ -------------------------------
নাম ঃ ------------------------------

সভাপতি
এলসিএস দল নং

২। স্বাক্ষর ঃ -------------------------------
নাম ঃ ------------------------------

সেক্রেটারী
এলসিএস দল নং

নিয়োগকারীর পক্ষে

১। স্বাক্ষর ঃ -------------------------------
নাম ঃ -----------------------------

উপজেলা প্রকৌশলী
উপজেলা ঃ------------------
জেলা ঃ সুনামগঞ্জ।

২। স্বাক্ষর ঃ -------------------------------
নাম ঃ ------------------------------

সিনিয়র উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপক
উপজেলা ঃ------------------
জেলা ঃ সুনামগঞ্জ।

স্বাক্ষী

১। স্বাক্ষর ঃ -------------------------------
নাম ঃ ------------------------------
ঠিকানা ঃ --------------------------------

১। স্বাক্ষর ঃ -------------------------------
নাম ঃ --------------------------------
ঠিকানা ঃ------------------------------

সোস্যাল অর্গানাইজার

মাটির কাজের বিল খননের টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও খনন পদ্ধতি

১. চুক্তিপত্রে তালিকাভূক্ত বিল খননের কাজ অবশ্যই টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও খনন পদ্ধত্তি অনুসরন করে এবং কাজের দায়িত্ব নিয়োজিত প্রকৌশলীর নিদের্শও ডিজাইন মোতাবেক সম্পূর্ণ করতে হবে।

২. উপজেলা সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী সিবিআরএমপি প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং বিইউজি/বিল ব্যবহারকারী অথবা প্রতিনিধি যৌথভাবে মাটে গিয়ে খনন নকশার লে-আউট দিবেন।

৩. বিলের কেন্দ্র রেখা বরাবর প্রতি ১০০ মিটার দুরত্বে খুঁটি পুঁতে বিলের কেন্দ্র বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে। বিলের গভীরতা ও পার্শ্বঢালের (১ঃ১০) উপর নির্ভর করে বিলের উভয় পাশে শেষ প্রান্ত চিহ্নিত করতে হবে।

৪. প্রতি ১০০ মিটার পর পর নূন্যতম ৬০ মি.মি. ব্যাসের পরিপক্ক বাঁশের খুঁটি পূঁতে কাটা পেরেক লাগিয়ে এবং দড়ি/রশি দিয়ে প্রোফাইল দাড় করতে হবে।

৫. কাজ শুরুর পূর্বে প্রকার আগাছা থাকলে তা পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

৬. বিল পূনঃ খননের ক্ষেত্রে আগের খননের প্রি-ওয়ার্ক মাপ নিতে হবে এবং ফাইনাল মাপ দেওয়ার পর প্রি-ওয়ার্ক মাপ বাদ দিতে হবে।

৭. বিলের স্থায়িত্ব নিশ্চিত কল্পে বর্তমানে অবস্থিত বিল খননের মাটি পর্যাপ্ত দুরত্ব বজায় রেখে ফেলতে হবে। এ দুরত্বকে বিলের সেটব্যাক বলে। নকশা অংশকনের স্পেশিফিকেশন অথবা উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী হতে হবে।

৮. বিলের যে, পাশে নদী আছে তার অপজিটে বয়োপিট তৈরী করতে হবে। যাতে বর্ষা/বন্যার পানি সহজে বিলে প্রবেশ করতে পারে এবং মাছ অনাসায়ে চলাফেরা করতে পারে।

৯. বিলের স্থায়িত্ব নিশ্চিত্ব নিশ্চিত কল্পে নদীর পাশে বরোপিটের গভীরতা ১.২ মিটার অতিক্রম করা যাবেনা। বরোপিট একনাগাড়ে তৈরী না করে প্রতিটি ৩০ মিটার বরোপিটের মাঝে ৬ মিটার ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।

১০. যথাযথ দৃঢ়করন নিশ্চিত কল্পে বিলেরমাটি ১৫০ মি.মি স্তরে এবং সবজায়গায় সমান উচ্চতায় ছড়িয়ে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা অবশ্যই ভেংগে ৫০ মি. মি. আকারে আনতে হবে। প্রথমে ১৫০ মি. মি. মাটির স্তরের উপরের সকল অংশে দুরমুজের সাহায্যে দুঢ়ীকরন করতে হবে। সঠিক মাত্রায় দুঢ়ীববন হলে প্রথম স্তরের উপরে দ্বিতীয় ১৫০ মি.মি. পুরু মাটির স্তর ফেলতে হবে।

১১. এভাবে প্রতি স্তরে মাটি ফেলা এবং দুঢ়ীকরন সম্পূর্ণ করার পর বরোপিটের ঢাল ভালভাবে সমান করতে হবে। বরোপিটে পানি জমা এবং বৃষ্টির পানি দিয়ে মাটি ক্ষয়রোধ কল্পে বরোপিটের কেন্দ্র রেখা থেকে উভয় পার্শ্বে ৫% ঢাল রেখে খনন কাজ সমাপ্তকরতে হবে।

১২. বরোপিটের চুড়া ও পার্শ্ব ঢালে অবশ্যই ঘাসের চাপড়া দিয়ে কোন ফাক না রেখে আবৃত করে দিতে হবে। নতুনঘাস না জন্মানো পর্যন্ত ঘাসের চাপড়াই অবশ্যই পানি দিতে হবে।

১৩. বরোপিটের চুড়া সমতল করে গাছের চারা লাগিয়ে দিতে হবে।

মাটির কাজের (খাল খনন) টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও খনন পদ্ধতি

১. চুক্তিপত্রে তালিকাভূক্ত খাল খননের কাজ অবশ্যই টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও খনন পদ্ধত্তি অনুসরন করে এবং কাজের দায়িত্ব নিয়োজিত প্রকৌশলীর নিদের্শও ডিজাইন মোতাবেক সম্পূর্ণ করতে হবে।

২. উপজেলা সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী সিবিআরএমপি প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং বিইউজি/খাল ব্যবহারকারী অথবা প্রতিনিধি যৌথভাবে মাটে গিয়ে খনন নকশার লে-আউট দিবেন।

৩. খালের কেন্দ্র রেখা বরাবর খুঁটি পুঁতে খালের কেন্দ্র বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে। খালের গভীরতা ও পার্শ্ব ঢালের উপর নির্ভর করে খালের উভয় পাশে শেষ প্রান্ত চিহ্নিত করতে হবে। খালের শেষ প্রান্তে খুঁটি পুঁতে তা চিহ্নিত করতে হবে।

৪. ৬০ মি.মি. ব্যাসের পরিপক্ক বাঁশের খুঁটি পূঁতে কাটা পেরেক লাগিয়ে এবং দড়ি/রশি দিয়ে প্রোফাইল দাড় করতে হবে।

৫. কাজ শুরুর পূর্বে খননকৃত খালের পানি সেচ পাম্প দিয়ে সেচে ফেলতে হবে এবং কোন প্রকার আগাছা থাকলে তা পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

৬. খাল পূনঃ খননের ক্ষেত্রে আগের খননের প্রি-ওয়ার্ক মাপ নিতে হবে এবং ফাইনাল মাপ দেওয়ার পর প্রি-ওয়ার্ক মাপ বাদ দিতে হবে।

৭. খালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত কল্পে বর্তমানে অবস্থিত খাল খননের মাটি পর্যাপ্ত দুরত্ব বজায় রেখে ফেলতে হবে। ঐ দুরত্বকে বিলের সেটব্যাক বলে। নকশা অংশকনের স্পেশিফিকেশন অথবা উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী হতে হবে।

৮. খালের পাশে নদী আছে শুধু সেদিকেই বরোপিট তৈরী করতে হবে। যাতে বর্ষা পানি সহজে বিলে প্রবেশ করতে পারে এবং মাছ অনাসায়ে চলাফেরা করতে পারে।

৯. খালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত্ব নিশ্চিত কল্পে নদীর পাশে বরোপিটের গভীরতা ১.২ মিটার অতিক্রম করা যাবেনা। পুকুরের চারিপাশ্বে বরোপিট একনাগাড়ে তৈরী করতে হবে যাতে বন্যার পানি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

১০. যথাযথ দৃঢ়করন নিশ্চিত কল্পে কল্পে খালের মাটি ১৫০ মি.মি স্তরে এবং সবজায়গায় সমান উচ্চতায় ছড়িয়ে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা অবশ্যই ভেংগে ৫০ মি. মি. আকারে আনতে হবে। প্রথমে ১৫০ মি. মি. মাটির স্তরের উপরের সকল অংশে দুরমুজের সাহায্যে দুঢ়ীকরনের পর দুঢ়ীভবন পরীক্ষা করতে হবে। দুঢ়ীকরনের মাত্রা কমপক্ষে ৮৫% হলে তা সঠিক মাত্রায় দুঢ়ীভবন বলে গণ্য হবে। সঠিক মাত্রায় দুঢ়ী ভবন হলে প্রথম স্তরের উপর দ্বিতীয় ১৫০ মি.মি পুরু মাটির স্তর ফেলতে হবে।

১১. এভাবে প্রতি স্তরে মাটি ফেলা এবং দুঢ়ীকরন সম্পূর্ণ করার পর বরোপিটের ঢাল ভালভাবে সমান করতে হবে। বরোপিটের ঢাল ভালভাবে সমান করতে হবে। বরোপিটের পানি জমা এবং বৃষ্টির পানি দিয়ে মাটি ক্ষয়রোধ কল্পে বরোপিটের কেন্দ্র রেখা থেকে উভয় পার্শ্বে ৫% ঢাল রেখে খনন কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

১২. বরোপিটের চুড়া ও পার্শ্ব ঢালে অবশ্যই ঘাসের চাপড়া দিয়ে কোন ফাঁক না রেখে আবৃত করে দিতে হবে। নতুন ঘাস না জন্মানো পর্যন্ত ঘাসের চাপড়াই অবশ্যই পানি দিতে হবে।

১৩. বরোপিটের চুড়া সমতল করে গাছের চারা লাগিয়ে দিতে হবে।

(সংযুক্তি-৪)

অগ্রিম অর্থ চাহিদা ফরম

স্কীমের নাম ঃ--চুক্তি নং ঃ --------------------কার্যাদেশ নং ------------- উপজেলা ঃ ------------------ জেলা ঃ -------------------------- চুক্তির টাকার পরিমাণ (অংকে) ঃ টাকা -------------------------------- (কথায় --) তারিখ ঃ --------------------,হিসাবের নামঃ-------------------------------,হিসাব নম্বরঃ------------------------------ ব্যাংকের নামঃ---------------------------, শাখার নামঃ------------------------------ ।

------------------------------ এলসিএস সভাপতি স্বাক্ষর

------------------------------- এলসিএস সেক্রেটারীর স্বাক্ষর

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোল্লেখিত এলসিএস প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত এলসিএস সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে এবং অত্র দলের জন্য আগামী -- তারিখে ----------------- দিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। অতএব, চুক্তিপত্রের ৮নং ধারা অনুযায়ী আমরা উপরোল্লিখিত এলসিএসকে (চুক্তি নং -----------------------) টাকা (অংকে) --------------------------------- (কথায়)-------------------------------অগ্রিম প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

--------------------------------------- উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নাম ও স্বাক্ষর

------------------------------- উপজেলা প্রকৌশলীর নাম ও স্বাক্ষর

উপজেলা প্রদত্ত প্রস্তাব পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্ণিত এলসিএস এর বরাবর অগ্রীম ------------------ টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

ইন্‌ফ্রাস্ট্রাক্‌চার মেনেজমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট
সিবিআরএমপি, পিএমইউ।

চুক্তিপত্র অনুযায়ী টাকা (অংকে) ------------------ (কথায়---) অগ্রিম প্রদান করা হলো

ফাইনান্স ম্যানেজার
সিবিআরএমপি পিএমইউ।
এলজিইডি।

প্রকল্প পরিচালক
সিবিআরএমপি, পিএমইউ,

(সংযুক্তি-৫)

চলতি/চুড়ান্ত বিল চাহিদা ফরম

স্কীমের নাম ঃ--চুক্তি নং ঃ ----------- কার্যাদেশ নং ------------- উপজেলা ঃ ------------------ জেলা ঃ ---------------- মোট চুক্তির মূল্য টাকা -------------------------------- এ পর্যন্ত গৃহীত মোট টাকার পরিমাণ ঃ------------------ সমন্বয়কৃত টাকার পরিমাণ ঃ টাকা --------------------- তারিখ ঃ -------------------, হিসাবের নামঃ-------------------------------, হিসাব নম্বরঃ-------------------ব্যাংকের নামঃ--------------------------, শাখার নামঃ------------------------------ ।

অত্র চাহিদা ফরমে দাবীকৃত অর্থের পরিমাল ঃ টাকা ---------------------- তারিখ ঃ ------------

বর্তমান কিস্তি (টিক দিন)ঃ দ্বিতীয় ☐ তৃতীয় ☐ চতুর্থ/চুড়ান্ত ☐

------------------------------ ----------------------------

এলসিএস সভাপতির স্বাক্ষর *এলসিএস সেক্রেটারীর স্বাক্ষর*

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোল্লেখিত এলসিএস এ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত কাজ জনাব ঃ---------------------------- এর পরিমাপ বইয়ের --------- নং পৃষ্ঠায় নথিভূক্ত করা হয়েছে। এলসিএসকে (চুক্তি নং -------------) টাকা (অংকে) ------------(কথায়)--------------------------------) প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

--- -------------------------------

সিনিয়র উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নাম ও স্বাক্ষর *উপজেলা প্রকৌশলীর নাম ও স্বাক্ষর*

উপজেলা প্রদত্ত প্রস্তাব পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্ণিত এলসিএস এর বরাবর দ্বিতীয়/তৃতীয়/চুড়ান্ত কিস্তির-------------- টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

ইনফ্রাস্ট্রাক্চার মেনেজমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট
সিবিআরএমপি,পিএমইউ।

এ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত কাজের মোট মূল্য	টাকা -----------------------
এ পর্যন্ত অগ্রিম প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ	টাকা -----------------------
প্রদেয় অগ্রিম অর্থের পরিমাণ	টাকা ------------------------
বর্তমান কিস্তির নীট পরিমাণ	টাকা ------------------------

--------------------- --------------------

ফাইনান্স ম্যানেজার
সিবিআরএমপি, পিএমইউ

প্রকল্প পরিচালক
সিবিআরএমপি, পিএমইউ, এলজিইডি

(সংযুক্তি-৬)

পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরম

উপ-প্রকল্প/স্কীমের নাম ঃ-- অবস্থান ঃ --------------------

ইউনিয়ন ঃ -- উপজেলা ঃ ---------------------

চুক্তি নং ঃ ----------- কিস্তি নং --------- আবেদনকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা) ঃ ------------------

প্রাপ্ত সমুদয় কিস্তির অর্থের পরিমাণ (টাকা) ঃ ------------------------------------

ক্রমিক নং	শ্রমিকের নাম	সমুদয় কর্মদিবস (দৈনিক হাজিরা অনুযায়ী)	প্রাপ্ত অর্থের পরিমান (বর্তামান কিস্তি) টাকা	ইতোপূর্বে অর্থের পরিমাণ টাকা	প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ (সমুদয়) টাকা	স্বাক্ষর
	মোটঃ					

এলসিএস সভাপতি

এলসিএস সেক্রেটারী

সংশ্লিষ্ট এলসিএস‘র জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত
এলজিইডি কর্মকর্তার স্বাক্ষর

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ *এলসিএস’র সেক্রেটারী দলের সদস্যদের মধ্যে তাদের দৈনিক হাজিরা অনুযায়ী কিস্তির টাকা বিতরন করবে। সকল কাজ সম্পাদনের পর অগ্রিম এবং পাওনা সংক্রান্ত সমুদয় টাকার সমন্বয় সাধন দ্বারা সকল হিসাব-নিকাশ চুড়ান্ত করতে হবে।*

(সংযুক্তি-৭)

কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,
সুনামগঞ্জ।

<u>বিল/খাল উন্নয়ন কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা</u>

অর্থবছর ঃ তারিখ

ক্র. নং	বিল/খালের নাম	ইউনিয়ন	এলসিএস নং	খনন কাজের অনুমোদিত বাজেট			LCS সদস্য			কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা	গড় শ্রমিক সংখ্যা	কাজ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ	কাজ শেষ করার সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
				Cum	টাকা	শ্রমদিবস	সংগঠন ভুক্ত	সংগঠন বহির্ভূত	মোট	দিন	প্রতিদিন			

এসইউপিএম *উপজেলা প্রকৌশলী*

(সংযুক্তি-৮)

কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,
সুনামগঞ্জ।

বিল উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ঃ তারিখ

উপজেলা ঃ

ক্র.নং	বিল/খালের নাম	ইউনিয়ন	এলসিএস নং	খনন কাজে অনুমোদিত বাজেট (এলসিএস অনুযায়ী)		এলসিএস একাউন্টে ছাড়কৃত টাকার পরিমান	সম্পাদিত কাজ ও খরচকৃত টাকা, BQ অনুযায়ী (ক্রমপুঞ্জিত)		শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিক দিবস (ক্রমপঞ্জিত)						শ্রমিকের সংখ্যা (সিও/বিইউজি সদস্য)			মন্তব্য
									পুরুষ		মহিলা		মোট					
				cum	টাকা	এলসিএস অনুযায়ী	cum	টাকা	সংখ্যা	শ্রমিক দিবস	সংখ্যা	শ্রমিক দিবস	সংখ্যা	শ্রমিক দিবস	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪ (১০+১২)	১৫ (১১+১৩)	১৬	১৭	১৮ (১৬+১৭)	১৯
১																		
২																		
৩																		
	মোট																	

উপ-সহকারী প্রকৌশলী *এসএমএস (ফিস)* *এসইউপিএম*

(সংযুক্তি-৯)

সমাপনী প্রতিবেদন ফরম

প্রতিবেদনের মাস ------------------ , বছর -----------------

উপ-প্রকল্প/স্কীমের নাম ঃ ....

কাজের পরিমান/দৈর্ঘ্য ঃ .... প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা) ঃ ....মোট এলসিএস সংখ্যা ঃ...............

ইউনিয়নঃ .... উপজেলা ঃ .... জেলা ঃ ....

এলসিএস চুক্তি নম্বর	সাধারন তথ্য				ভৌত অগ্রগতি			আর্থিক অগ্রগতি				*সম্পাদিত কাজের গুনগত মান			মন্তব্য
	এলসিএস গঠন			চুক্তি মূল্য	লৰমাত্রা	অর্জন	(%)	ছাড়কৃত	পরিশোধিত	(%)	মোট কার্যদিবস	খুব ভাল	ভাল	ভাল নয়	
	পুরুষ	মহিলা	মোট	(টাকা)	ঘনমিটার	ঘনমিটার		(টাকা)	(টাকা)		(দিন)				
মোট															

*খুব ভাল ঃ ১। ভৌত অগ্রগতি ও আর্থিক অগ্রগতি > ৯০% ২। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সম্পাদিত।
ভাল ঃ ১। ভৌত অগ্রগতি ও আর্থিক অগ্রগতি ৬০%- ৯০% ২। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সম্পাদিত।
ভাল নয় ঃ ১। ভৌত অগ্রগতি ও আর্থিক অগ্রগতি < ৬০% ২। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সম্পাদিত নয়।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

উপজেলা প্রকৌশলী